কালের কণ্ঠ

তারিখ : 17 MAR 2015
পৃষ্ঠা ...20... কলাম ...4...

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে

জেলা প্রশাসকরা পাচ্ছেন প্রশ্ন ছাপার দায়িত্ব

আজিজুল পারভেজ ▷

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক 'নিয়োগের পরীক্ষা' পদ্ধতি ডিজিটালাইজ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

এই পদ্ধতিতে পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তে কেন্দ্রীয়ভাবে তাৎক্ষণিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে তা জেলা প্রশাসকদের কাছে পাঠানো হবে। এরপর জেলা প্রশাসকদের তত্ত্বাবধানে তা মুদ্রণের ব্যবস্থা করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল প্রশ্নপত্র প্রণয়নবিষয়ক এক সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে কর্মকর্তা পর্যায়ের সভায় গৃহীত এই সিদ্ধান্ত মন্ত্রীর উপস্থিতিতে পরবর্তী সভায় চূড়ান্ত হবে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ডিজিটাল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা —

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তাদের সভায় নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রশ্ন প্রস্তুত করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে একটি প্রশ্নব্যাংক তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে দেওয়ারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশ্নব্যাংক প্রস্তুত না হওয়ায় স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক থেকে তাৎক্ষণিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তা বিতরণ ও মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। এ জন্য চার সেট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে তা সফটওয়্যারে আপলোড করে জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ এবং জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য বুয়েটের সহযোগিতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া সভায় আগামী নিয়োগ পরীক্ষা বিভাগভিত্তিক অথবা সারা দেশকে চার ভাগে ভাগ করে গ্রহণ করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর জানান, এর আগে অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুসারে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রয়োগ করা গেলে প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি রোধ করা যাবে।

উল্লেখ্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষক নিয়োগের আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। খুব শিগগির এই নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।